اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ ﴿٤٥﴾

৪৫। উত্‌লু মা ~ ঊ হিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি অআক্বিমিছ্ ছলা-হ্; ইন্নাছ্ ছলা-তা তান্‌হা-'আনিল্

(৪৫) আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন; নামায কায়েম করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল, মন্দকাজ

الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا

ফাহ্‌শা — য়ি অল্ মুন্‌কার্; অ লাযিক্‌রুল্লা-হি আক্‌বার্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাছ্‌না'উন্। ৪৬। অলা-তুজ্বা-দিলূ ~

হতে বিরত রাখে। এবং আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (৪৬) তোমরা উত্তম পন্থা

اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ڬ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا

আহ্‌লাল্ কিতা-বি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্‌সানু ইল্লাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্‌হুম্ অক্বূলূ ~ আমান্না-

ছাড়া কিতাবধারীদের সঙ্গে তর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের সঙ্গে করতে পার; বলুন, আমাদের ও

بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ

বিল্লাযী ~ উনযিলা ইলাইনা-অ উন্‌যিলা ইলাইকুম্ অ ইলা-হুনা- অইলা-হুকুম্ ওয়া-হিদুঁও অনাহ্‌নু লাহূ

তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি; আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই; আর আমরা তার

مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

মুস্‌লিমূন্। ৪৭। অকাযা-লিকা আন্ যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতাব্; ফাল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতাবা

নিকটই সমর্পিত। (৪৭) এভাবে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা এতে

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ☆

ইয়ু'মিনূনা বিহী অমিন্ হা ~ উলা — য়ি মাই ইয়ু'মিনু বিহ্; অমা-ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া -তিনা ~ ইল্লাল্ কা-ফিরূন্।

বিশ্বাস করে, আর এদের মধ্যেও কেউ কেউ বিশ্বাস করে; এবং কাফেররা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

﴿٤٨﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ

৪৮। অমা-কুন্‌তা তাত্‌লূ মিন্ ক্বব্‌লিহী মিন্ কিতা-বিঁও অলা-তাখুত্ত্বুহূ বিইয়ামীনিকা ইযাল্ লার্‌তা-বাল্

(৪৮) আপনি তো ইতোপূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি, স্বহস্তে কোন কিতাব লিখেনও নি, যাতে মিথ্যাচারীদের সন্দেহের

الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا

মুব্‌ত্বিলূন্। ৪৯। বাল্ হুওয়া আ-ইয়া-তুম্ বাইয়্যিনা-তুন্ ফী ছুদূরিল্ লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌ম্; অমা-

অবকাশ থাকতে পারে। (৪৯) বরং এ কিতাব তো সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কেবল

আয়াত-৪৫ ঃ নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এক অর্থ হতে পারে– নামাযের মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি নামাযীকে মন্দ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। দুই– নামাযের আকার-আকৃতি ও যিকির চায় যে, যেই নামাযী একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে স্বীয় দাসত্ব ও আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল, সে মসজিদের বাইরে এসে যেন তাঁর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ এবং অন্যায় না করে। (মুঃ কোঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে য, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ(ছঃ) এর কাছে এসে আরয করলেন ঃ অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং প্রাতে চুরি করে। তিনি বললেন, শীগ্রই নামায তাকে চুরি হতে ফিরিয়ে রাখবে। (মাঃ কোঃ)

يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইল্লাজ্ জোয়ালিমূন্। ৫০। অক্‌-লূ লাওলা ~ উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুম্ মির্ রব্বিহ্;
জালিমরাই আমার নিদর্শন অমান্য করে। (৫০) তারা বলে তাদের রবের পক্ষ হতে তার নিকট নিদর্শন আসে না কেন?

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا

কু্ল্ ইন্নামাল্ আ-ইয়া-তু 'ইন্‌দাল্লা-হ্; অইন্নামা ~ আনা নাযীরুম্ মুবীন্। ৫১। আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফিহিম্ আন্না ~
বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছে। আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটি কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে,

اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ

আন্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্ কিতা-বা ইয়ুত্‌লা- 'আলাইহিম্; ইন্না ফী যা-লিকা লারহ্‌মাতাঁও অযিক্‌র-লিকওমিঁই
আপনাকে কোরআন প্রদান করেছি যা তাদের শুনানোর জন্য পাঠ করা হয়? এতে মু'মিনদের জন্য রহমত ও উপদেশ

ع ৫ ১ রুকু

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

ইয়ু'মিনূন্। ৫২। ক্বু্ল্ কাফা-বিল্লা-হি বাইনী অবাইনাকুম্ শাহীদান্ ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি
রয়েছে। (৫২) আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু

وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَ

অল্ আর্‌দ্ব্; অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্ বা-ত্বিলি অকাফারূ বিল্লা-হি উলা — য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ৫৩। অ
তিনি জানেন; যারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাসী ও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) এবং তারা আপনাকে

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ

ইয়াস্‌তা'জ্বিলূ নাকা বিল্'আযা-ব্; অ লাওলা ~ আজ্বালুম্ মুসাম্মা ল্লাজ্বা — য়া হুমুল্ 'আযা-ব্; অ লাইয়া''তিয়ান্নাহুম্
শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, এবং যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো, তবে শাস্তি আসত। তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিক শাস্তি

بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٤﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ

বাগ্‌তাতাঁও অহুম্ লা- ইয়াশ্'উরূন্। ৫৪। ইয়াস্‌তা'জ্বিলূনাকা বিল্'আযা-ব্; অইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বোয়াতুম্
আগমন করে কিন্তু তারা টেরও পাবে না। (৫৪) আর তারা শাস্তি তরান্বিত করতে আপনাকে পীড়াপীড়ি করে, জাহান্নাম

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٥﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ

বিল্ কা-ফিরীন্। ৫৫। ইয়াওমা ইয়াগ্‌শা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ ফাওক্বিহিম্ অমিন্ তাহ্‌তি আর্‌জু্লিহিম্ অ
কাফেরদের বেষ্টন করবেই,। (৫৫) সেদিন তাদেরকে উর্ধ্ব ও অধঃ হতে শাস্তি আচ্ছন্ন করবে; এবং তিনি বলবেন, এখন

يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ

ইয়াক্বূলু যূক্বূ মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৫৬। ইয়া'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্না আর্‌দ্বী ওয়া-সি'আতুন্
তোমরা তোমাদের কর্মের মজা উপভোগ কর। (৫৬) হে আমার মু'মিন বান্দাহ্‌রা! আমার ভুবন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা

فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

ফাইয়্যা-ইয়া ফা'বুদূন্। ৫৭। কুল্লু নাফ্‌সিন্ যা — য়িক্বাতুল্ মাউতি ছুম্মা ইলাইনা-তুর্‌জা'উন্।
কেবল আমারই দাসত্ব কর। (৫৭) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। পরে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ

৫৮। অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লা নুবাওয়্যিয়ান্নাহুম্ মিনাল্ জ্বান্নাতি গুরাফান্ তাজ্‌রী মিন্
(৫৮) আর যারা মু'মিন ও নেক কাজ করবে তাদের আবাসের জন্য জান্নাতে উচ্চ প্রাসাদসমূহ দেব, যার নিচ দিয়ে নহর

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٩﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ

তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; নি'মা-আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন্। ৫৯। আল্লাযীনা ছবারূ অ'আলা-রব্বিহিম্
প্রবাহিত, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে, নেক্কারদের প্রতিদান কতই না উত্তম, (৫৯) যারা ধৈর্যশীল ও আপন রবের

يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ

ইয়াতাওয়াক্কালূন্। ৬০। অ কাআইয়্যিম্ মিন্ দা — ব্বাতিল্ লা-তাহ্‌মিলু রিয্‌ক্বহা-আল্লা-হু ইয়ার্‌যুক্‌হা-অইয়্যাকুম্
ওপর নির্ভরশীল। (৬০) অনেক জীবই নিজেদের খাদ্য জমা রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেন;

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ

অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৬১। অলায়িন সায়াল্‌তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অসাখ্‌খরশ্
তিনি সব শুনেন, জানেন। (৬১) যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, সূর্য-চন্দ্রকে

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

শাম্‌সা অল্ ক্বমার লাইয়াক্বূলুন্নাল্লা-হু ফাআন্না- ইয়ু''ফাকূন্। ৬২। আল্লা-হু ইয়াব্‌সুত্বুর্ রিয্‌ক্ব লিমাইঁ
কে নিয়ন্ত্রিত করছেন"? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে। (৬২) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ

ইয়্যাশা — য়ু মিন্ 'ঈবাদিহী অ ইয়াক্বদিরু লাহ্; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়্যিন্ 'আলীম্। ৬৩। অলায়িন্ সায়াল্‌তাহুম্ মান্
রিযিক বৃদ্ধি করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। (৬৩) যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন,

نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ

নায্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআহ্‌ইয়া-বিহিল্ আর্‌দ্বোয়া মিম্ বা'দি মাওতিহা-লাইয়াক্বূলুন্নাল্লা-হ্; ক্বুলিল্
আসমানের বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা মৃত ভুবনকে কে জীবিত করে? নিশ্চয়ই তারা বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র জন্য সকল

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৬ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে অসহায় মুসলমানেরা নিজেদের শক্তিহীনতা এবং সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে কাফেরদের খপ্পরে আটকা পড়েছিল। এ অবস্থা অদ্বিতীয় লা শরীক আল্লাহর এবাদতে দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ৮০ থকে ৮৩ পরিবার আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন । আর রাসূলে কারীম (ছঃ) অবশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিযরত করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান জীবনোপকরণ সম্পর্কের বন্ধনে এবং পাথেয় স্বল্পতা ও দুর্বলতার কারণে মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শানেনুযুল ঃ আয়াত-৬০ ঃ আল্লামা বগবী সনদ সহকারে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে কারীম (ছঃ)-এর সঙ্গে জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে রাসূল (ছঃ) মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটি খেজুর কুড়িয়ে খেলেন এবং হযরত ইবনে ওমরকে খেতে বললেন।

ع ৬ ১২ ২ রুকু ওয়াক্বফে লাযেম

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

হাম্‌দু লিল্লা-হ্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূন্ । ৬৪ । অমা-হা-যিহিল্ হা-ইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া ~ ইল্লা-লাহ্‌য়ুঁও
প্রশংসা। কিন্তু তাদের অনেকেই তা উপলব্ধি করে না।(৬৪) আর এ দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছু

وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾ فَإِذَا

অলা'ইব্; অ ইন্নাদ্দা-রল্ আ-খিরতা লাহিয়াল্ হাইয়াওয়া-ন্ । লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্ । ৬৫ । ফাইযা-
নয়। নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবন পরকালের জীবনই; যদি তারা তা জানতে পারত (তবে এরূপ করত না)(৬৫) অতঃপর যখন

رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ إِلَى الْبَرِّ

রকিবূ ফিল্‌ফুল্‌কি দা'আয়ু ল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা-ফালাম্মা- নাজ্জাহুম্ ইলাল্ বার্‌রি
তারা নৌকায় চড়ে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে: আবার যখন (আল্লাহ) তাদেরকে স্থলে উদ্ধার করে দেন,

إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۛ قف فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *

ইযা-হুম্ ইয়ুশ্‌রিকূন্ ।৬৬। লিইয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্ অ লিইয়াতামাত্তা'উ ফাসাওফা ইয়া'লামূন্ ।
তখনই শির্‌কে লিপ্ত হয়।(৬৬) যেন আমার দানকে অস্বীকার করে ও ভোগ করে; অচিরেই তারা সব কিছু জানতে পারবে।

﴿٦٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ

৬৭। আওয়ালাম্ ইয়ারও আন্না জ্বা'আল্‌না-হারমান্ আ-মিনাঁও অ ইয়ুতাখত্বত্বোয়াফুন্ না-সু মিন্ হাওলিহিম্
(৬৭) তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, হরমকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করলাম? অথচ এর চারপার্শ্বের লোকেরা আক্রান্ত হয়; তবুও

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى

আফাবিল্‌বা-ত্বিলি ইয়ু"মিনূনা অবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াক্‌ফুরূন্ । ৬৮ । অমান্ আজ্‌লামু মিম্মা-নিফ্ তারা-'আলা
কি এরা বাতিলের প্রতিই বিশ্বাস করবে আর আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে অস্বীকার করবে? (৬৮) আর তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর

اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكٰفِرِينَ *

ল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্‌যাবা বিল্ হাক্ব্‌ক্বি লাম্মা-জ্বা — য়াহ্; আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্‌কা-ফিরীন্।
কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলে বা তার কাছে আগত হককে মিথ্যা জানে? এ ধরনের কাফেরদের আবাস কি জাহান্নামে নয়?

ع ৭ ৬ ৩ রুকু

﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ *

৬৯। অল্লাযীনা জ্বা-হাদূ ফীনা- লানাহ্ দিয়ান্নাহুম্ সুবুলানা-; অ ইন্নাল্লা-হা লামা'আল্ মুহ্‌সিনীন্
(৬৯) এবং যারা আমার পথে চেষ্টা সাধনা করে, আমি তাদেরকে রাস্তা দেখাই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্যবানদের সঙ্গে আছেন।

তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আমার ক্ষুধা নেই। হুযুর (ছঃ) বললেন, আজ চতুর্থ দিনে আমি শুধু মাত্র এ খেজুরগুলো খেলাম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ইন্না লিল্লাহ পড়লেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা চাই। হুযূর (ছঃ) বললেন, ইবনে ওমর আমি চাইলে আল্লাহ আমাকে রোম ও পারস্য রাজ্যের অধিক পরিমাণ রাজত্ব দেবেন। কিন্তু আমার বাসনা হল একদিন ভুখা থাকা, যেন আল্লাহর স্মরণ করি এবং ধৈর্যের মহিমা অর্জন করতে পারি; আর একদিন পেট পুরে খাই যেন শোকর করি। হে ইবনে ওমর! তুমি যদি জীবিত থাক দেখবে অনেক দুর্বল ঈমানের লোক সারা বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে নেবে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সূরা রূম্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৬

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ ।২। গুলিবাতির্ রূম্। ৩। ফী ~আদ্‌নাল্ আর্‌দ্বি অহুম্ মিম্ বা'দি গলাবিহিম্ সাইয়াগ্‌লিবূন্।

(১) আলিফ লাম মীম, (২) রোমীয়রা পরাজিত, (৩) পাশের দেশে, তবে তারা পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, ১

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ﴿٤﴾

ফী বিদ্‌'ই সিনীন্; লিল্লা-হিল্ আম্‌রু মিন্ ক্বব্‌লু অমিম্ বা'দ্; অ ইয়াওমায়িযিই ইয়াফ্‌রহুল্ মু'মিনূন্।

(৪) কয়েক বছরে মধ্যে। পূর্বেও সকল বিষয়ের ইখতিয়ার আল্লাহরই ছিল এবং পরেও তা থাকবে। আর সেদিন মু'মিনরা সন্তুষ্ট হবে।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ

৫। বিনাছ্‌রিল্লা-হ্; ইয়ান্‌ছুরু মাইঁ ইয়াশা — য়্; অহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ৬। অ'দাল্লা-হ্; লা-ইয়ুখ্‌লিফু

(৫) আল্লাহর সাহায্যের কারণে; তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন; তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আর এটা আল্লাহর

اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ

ল্লা-হু অ'দাহূ অলা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৭। ইয়া'লামূনা জ্বোয়া-হিরম্ মিনাল্ হাইয়া-তিদ্

ওয়াদা; আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাফ কখনও করেন না; কিন্তু অনেক মানুষই তা অবগত নয়। (৭) তারা কেবল পার্থিব জীবনের

الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۭ مَا

দুন্‌ইয়া-অহুম্ 'আনিল্ আ-খিরতি হুম্ গ-ফিলূন্। ৮। আঅলাম্ ইয়াতাফাক্কারূ ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ মা-

বাহ্য দিকটাই অবগত, পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। (৮) তারা কি নিজেদের অন্তরে এচিন্তা করে না যে,

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَاِنَّ

খলাক্বল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনা হুমা ~ ইল্লা-বিল্ হাক্ব্‌কি অআজ্বালিম্ মুসাম্মা-অইন্না

আল্লাহ আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এ দুয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট কালের জন্য

টীকা-(১) রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, রোমবাসীরা আহলে কিতাব হওয়ায় মু'মিনরা রোমের বিজয় কামনা করত। আর মুশরিকরা কামনা করত পারস্যের বিজয় । রোমী পরাজিত হলে মুশরিকরা আনন্দচিত্তে মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা করতে লাগল। আল্লাহ পরবর্তীতে রোমের বিজয়ের কথা বলে দিলেন। ২য় হিজরীতে রোমের যেমন বিজয় হয় তেমনি মু'মিনরাও বদর প্রান্তে বিজয় লাভ করেন। শানেনুযূল ঃ হুযূর (ছঃ)-এর জীবদ্দশায় রোমে ছিল খৃষ্টানদের রাজত্ব, আর পারস্যে ছিল অগ্নি উপাসকদের রাজত্ব। পারস্যাধিপতি খসরু পারভেজ আপন দুই বীর বিক্রম নগরপতি সরদার শাহরিয়ার ও ফরখানের নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রোম আক্রমণ করল এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি নগর অধিকার করে নিল। মোটকথা রোম পরাজয় বরণ করে। রোমের এ পরাজয়ের ফলে মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করার সুযোগ পায়। রোমের পরাজয়ে মুসলমানরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কারণ, তারা ছিল কিতাবী। আর পারস্যবাসীরা ছিল ধর্মহারা মুশরিক। তারা কোন কিতাব মানত না; মক্কার কাফেরদের অনুরূপ। মক্কার কাফেররা বিদ্রূপাত্মক হাসির সুরে বলতে লাগল; হে মুসলমান কওম! রোমবাসীদের ওপর পারস্যবাসীদের এ বিজয় আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। অগ্নি উপাসক পারস্যবাসীরা যেমন রোমবাসী কিতাবের অনুসারীদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আমরা প্রতিমা উপাসকরাও একদিন তোমাদের কোরআনের অনুসারীদের ওপর এরূপ বিজয় লাভ করব। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۝٩ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

কাছীরাম্ মিনান্না-সি বিলিক্বা — য়ি রব্বিহিম্ লাকা-ফিরূন্। ৯। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি
অনেক মানুষই তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকে স্বীকার করে না। (৯) তারা কি দুনিয়াতে ভ্রমণ করে দেখে না, তাদের

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا

ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; কা-নূ ~ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ কু ওয়্যাতাঁও অআছারুল্
পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে? এদের তুলনায় তারা ছিল শক্তিতে প্রবল, তারা যমীন চাষ করত, এবং তারা যে পরিমাণ

الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ

আর্‌দ্বোয়া অ 'আমারূহা ~ আক্‌ছার মিম্মা-'আমারূহা-অজ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-ত্ ফামা-কা-নাল্লা-হু
আবাদ করেছে, এরা আবাদ করছে তার চেয়েও অনেক বেশি। তাদের নিকট তাদের রাসূলরা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিল।

لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝١٠ ثُمَّ كَانَ عٰقِبَةَ الَّذِينَ أَسٰٓـُٔوا

লিইয়াজ্ লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১০। ছুম্মা কা-না 'আ-ক্বিবাতাল্লাযীনা আসা — য়ুস্
১ আল্লাহ জালিম ছিলেন না; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।(১০) অন্যায়কারীদের পরিণতি মন্দই হল; কেনন,

ع ১০ 4
السُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا بِـَٔايٰتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝١١ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

রুকু সূ — য়া ~ আন্ কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অকা-নূ বিহা-ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ১১। আল্লা-হু ইয়াব্‌দায়ুল্ খল্‌ক্ব ছুম্মা
তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত আর ঠাট্টা করত। (১১) আর আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করে পুনরাবৃত্তিও

يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝١٢ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝١٣ وَلَمْ

ইয়ু'ঈদুহূ ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জা'ঊন্। ১২। অইয়াওমা তাকূমুস্ সা-'আতু ইয়ুব্‌লিসুল্ মুজ্‌রিমূন্। ১৩। অলাম্
ঘটান, পরে তোমরা তাঁরই কাছে যাবে। (১২) এবং যেদিন কেয়ামত হবে, সেদিন পাপীরা হতাশ হবে। (১৩) আর দেবতারা

يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِينَ ۝١٤ وَيَوْمَ تَقُومُ

ইয়াকুল্লাহুম্ মিন্ শুরাকা — য়িহিম্ শুফা'আ — য়ু অকা-নূ বিশুরকা — য়িহিম্ কা-ফিরীন্। ১৪। অইয়াওমা তাকূমুস্
তাদের জন্য কোন সুপারিশ করবে না, তারাই দেবতাকে অস্বীকার করবে।(১৪) আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সে দিন

السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝١٥ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِي

সা- 'আতু ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াতাফাররক্বূন্। ১৫। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা- তি ফাহুম্ ফী
সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে পড়বে। (১৫) অতএব যারা ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল তারা বেহেশতে

رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝١٦ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايٰتِنَا وَلِقَآئِ الْأٰخِرَةِ

রাওদ্বোয়াতিঁই ইয়ুহ্‌বারূন্। ১৬। অআম্মাল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- অ লিক্বা — য়িল্ আ-খিরতি
আনন্দে থাকবে। (১৬) আর যারা কুফুরী করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহকে ও পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে

فَأُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٧﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

ফাউলা — য়িকা ফীল্ 'আযা-বি মুহ্দ্বোয়ারূন্। ১৭। ফাসুব্হা-না ল্লা-হি হীনা তুম্সূনা অহীনা

তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (১৭) সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল-

تُصْبِحُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ★

তুছ্বিহূন্। ১৮। অলাহুল্ হাম্দু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অ'আশিয়্যাও অহীনা তুজ্হিরূন্।

সন্ধ্যায়। (১৮) (কেননা) আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, রাতে ও দ্বিপ্রহরে, আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ।

﴿١٩﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ

১৯। ইয়ুখ্রিজু্ল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অ ইয়ুখ্রিজু্ল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি অইয়ুহ্য়িল্ আর্দ্বোয়া

(১৯) তিনিই বের করে আনেন নির্জীব হতে স্বজীবকে এবং স্বজীব হতে নির্জীবকে। আর তিনিই যমীনকে মৃত্যুর পর জীবন্ত

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

বা'দা মাওতিহা-অকাযা-লিকা তুখ্রাজূ্ন্। ২০। অ মিন্ আ-ইয়াতিহী ~ আন্ খলাক্বকুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ع ২ ৯ ৫ রুকু

করেন, এভাবেই তোমাদেরকেও করা হবে। (২০) তাঁর নিদর্শন, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, এরপর

ثُمَّ إِذَآ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ছুম্মা ইযা ~আন্তুম্ বাশারুন্ তান্তাশিরূন্।২১। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্ খলাক্ব লাকুম্ মিন্ আন্ফুসিকুম্ আয্ওয়াজ্বাল

তোমরা মানুষরূপে ছড়িয়ে পড়ছ। (২১) আর তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল, তোমাদের মধ্য হতে সংগীনী সৃষ্টি করেছেন,

لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ

লিতাসুকুনূ ~ ইলাইহা-অজ্বা'আলা বাইনাকুম্ মাওয়াদ্দাতাঁও অরহ্মাহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই

যেন তাদের কাছে তোমরা শান্তি পেতে পার; এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের জন্য

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

ইয়াতাফাক্কারূন্। ২২। অ মিন্ আ-ইয়াতিহী খল্ক্বু্স্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অখ্তিলা-ফু আল্সিনাতিকুম্

নিদর্শন আছে। (২২) আরও তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই

وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِلْعٰلِمِينَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ

অ আল্ওয়া-নিকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিল্'আ-লিমীন্।২৩। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী মানা-মুকুম্ বিল্লাইলি

এতে রয়েছে, যারা জ্ঞানী তাদের জন্য বহু নিদর্শনাবলী। (২৩) আর তাঁরই নিদর্শনাবলী হতে আরেক নিদর্শন হচ্ছে, রাত-দিনে

টীকা ঃ(১) আয়াত-২১ঃ আল্লাহ একটি গাছের দ্বারাই এবং জীব-জন্তুর দুটি দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করেন। অতঃপর কোন জন্তুর জোড়া নির্ধারিত করে দেন, আবার কোনটির জোড়া নির্ধারিত করে দেন নি। মানুষের কিন্তু জোড়া নির্ধারিত করে দেন। এতে বংশ বৃদ্ধি ছাড়া দুনিয়াতে মহব্বতের সাথে বসবাস করার উদ্দেশ্যও নিহিত আছে। বিয়ের মাধ্যমে জোড়া নির্ধারিত না করলে মানুষ পশুতে গণ্য হবে। (মু কোঃ) আয়াত-২২ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে এক পিতা-মাতা দিয়ে পয়দা করে একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তার পর প্রত্যেকের ভাষা আলাদা করে দেন। ফলে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের জন্তুর সাদৃশ্য হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ★

অন্‌নাহা-রি অব্‌তিগ — য়ুকুম্ মিন্ ফাদ্বলিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁ ইয়াস্‌মা'ঊন্।
তোমাদের নিদ্রা যাওয়া, এবং তাঁরই প্রদত্ত রিযিক তালাশ করা; নিশ্চয়ই শ্রোতাদের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

﴿٢٤﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ

২৪। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ইয়ুরীকুমুল্ বারক্ব খওফাঁও অত্বোয়ামা'আঁও অ ইয়ুনায্‌যিলু মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাইয়ুহ্‌য়ী বিহিল্
(২৪) তাঁর আরো নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি দেখিয়ে থাকেন ভয় ও আশারূপে বিদ্যুৎ; আর তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন,

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ اَنْ

আর্‌দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা- ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তি ল্লিক্বওমি ইয়া'ক্বিলূন্। ২৫। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্
যা দিয়ে ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন; নিশ্চয়ই এতে যারা জ্ঞানী তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (২৫) আর তাঁর

تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ ۚ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَا

তাক্বূমাস্ সামা — য়ু অল্ আর্‌দ্বু বিআম্‌রিহ্; ছুম্মা ইযা-দা'আ-কুম্ দা'ওয়াতাম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি ইযা ~
নিদর্শনাবলীর আরেক নিদর্শন হচ্ছে, তাঁরই নির্দেশে আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতি, আবার যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে

اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُونَ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ

আন্‌তুম্ তাখ্‌রুজূ্ন্। ২৬। অ লাহূ মান্ ফিস্‌সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি; কুল্লু্ল্লাহূ ক্বা-নিতূন্। ২৭। অহুওয়াল
তখন তোমরা যমীন থেকে উঠে আসবে। (২৬) আর সবই তাঁর, যা কিছু রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীতে; সবাই তাঁর হুকুমাধিন। (২৭) তিনিই

الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي

লাযী ইয়াব্‌দায়ুল্ খল্‌ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ অহুওয়া আহ্‌ওয়ানু 'আলাইহ্; অলাহুল্ মাছালুল্ আ'লা-ফিস্
সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর পুনর্বার তিনিই সৃষ্টি করবেন, আর তাঁর কাছে এটি অতিব সহজ, তাঁর মর্যাদা আকাশ মণ্ডল ও

● অর্ধাংশ ৩ ع ৮ ৬ রুকু

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২৮। দ্বোয়ারবা লাকুম্ মাছালাম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্;
পৃথিবীতে সর্বোচ্চ; তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তিনি তোমাদের জন্য নিজেদের থেকে দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন,

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

হাল্ লাকুম্ মিম্‌মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ মিন্ শুরাকা — য়া ফী মা-রযাক্বনা-কুম্ ফাআন্‌তুম্ ফীহি সাওয়া — য়ুন্
আমি তোমাদেরকে যে রিযিক্ প্রদান করলাম, তাতে কি তোমাদের দাস-দাসীরাও অংশীদার? তোমরা এ ব্যাপারে সমান?

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ★

তাখ-ফূ নাহুম্ কাখীফাতিকুম্ আন্‌ফুসাকুম্; কাযা-লিকা নুফাছ্ ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিঁ ইয়া'ক্বিলূন্।
তাদেরকে কি ঐরূপ ভয় কর, যে রূপ তোমরা নিজের লোককে ভয় কর, এভাবেই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করি।

(٢٩) بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ۚ فمن يهدي من اضل الله ۖ

২৯। বালিত্ তাবা'আল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্ বিগইরি 'ইল্মিন্ ফামাই ইয়াহ্দী মান্ অদ্বোয়ায়াল্লা-হ্;
(২৯) অথচ জালিমরা না জেনে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে হেদায়াত প্রদান করবে? তাদের

وما لهم من نصرين (٣٠) فاقم وجهك للدين حنيفا ۚ فطرت الله التي فطر

অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৩০। ফাআক্বিম্ অজ্হাকা লিদ্দীনি হানীফা-; ফিত্বরতা ল্লা-হি ল্লাতী ফাত্বোয়ারন্
জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) সুতরাং তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখ; আল্লাহর ফিতরাত

الناس عليها ۚ لا تبديل لخلق الله ۚ ذلك الدين القيم ۙ ولكن اكثر

না-সা 'আলাইহা-; লা-তাব্দীলা লিখল্ক্বিল্লা-হ্; যা-লিকাদ্দীনুল্ ক্বাইয়্যিমু অলা-কিন্না আক্ছারন্
ইসলাম তা-ই, যাতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু

الناس لا يعلمون (٣١) منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلوة ولا تكونوا من

না-সি লা ইয়া'লামূন্। ৩১। মুনীবীনা ইলাইহি অত্তাকূ্হু অআক্বীমুছ্ ছলা-তা অলা-তাকূনূ মিনাল্
অনেকেই তা অবগত নয়। (৩১) তাঁর প্রতি রুজূ' হয়ে তাঁকেই ভয় কর এবং নামায কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত

المشركين (٣٢) من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ۖ كل حزب بما لديهم

মুশ্রিকীন্। ৩২। মিনাল্ লাযীনা ফার্রকূ দীনাহুম্ অকা-নূ শিয়া'আ-; কুল্লু হিয্বিম্ বিমা-লাদাইহিম্
হয়ো না; (৩২) যারা স্বীয় দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে নানা দলে বিভক্ত হয়েছে [১], তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে

فرحون (٣٣) واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم

ফারিহূন্। ৩৩। অ ইযা-মাস্সান্না-সা দুর্রুন্ দা'আও রব্বাহুম্ মুনীবীনা ইলাইহি ছুম্মা ইযা ~ আযা-ক্বহুম্
পরিতুষ্ট। (৩৩) আর যখন মানুষ দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের রবকে আহ্বান করতে থাকে, তারপর

منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون (٣٤) ليكفروا بما اتينهم ۚ

মিন্হু রহ্মাতান্ ইযা-ফারীকুম্ মিন্হুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়ুশ্রিকূন্। ৩৪। লিইয়াক্ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্;
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলে তাদের একদল রবের সাথে শরীকে লেগে যায়,(৩৪) যেন আমার দান অস্বীকার করতে পারে; সুতরাং আরো

فتمتعوا ۗ فسوف تعلمون (٣٥) ام انزلنا عليهم سلطنا فهو يتكلم بما كانوا

ফাতামাত্তা'উ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৩৫। আম্ আন্যাল্না 'আলাইহিম্ সুল্ত্বোয়ানান্ ফাহুওয়া ইয়াতাকাল্লামু বিমা-কা-নূ
কিছু সময় তোমরা ভোগ কর, শীঘ্রই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদেরকে এমন কোন দলিল দিয়েছি, যা তাদেরকে

আয়াত-৩২ ঃ টীকা ঃ (১) অর্থাৎ এ মুশরিক তারা, যারা স্বভাবধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাবধর্ম হতে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 'শিয়া 'আন' শব্দটি 'শিয়া 'আতান' এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে 'শিয়া'আতান' বলা হয়। (মাঃ কো) আয়াত-৩৩ ঃ মানব প্রকৃতি যেভাবে সৎ কর্মকে বুঝে, সেভাবে আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তীত হওয়াটাও অনুধাবন করে। তবে বিপদকালীন সময়ে এ সত্যের উন্মোচন ঘটে। (মুঃ কুঃ) আয়াত-৩৪ ঃ ধমকস্বরূপ আল্লাহ্ বলেন– আমার অবদানসমূহের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর তার দ্বারা উপকৃত হও, অচিরেই বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন করবে। যেমন কেউ বলে আমার সম্পদ নষ্ট করছ। ঠিক আছে আমি তোমার খবর নিয়ে ছাড়ব। (মাঃ কোঃ)

بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا

বিহী ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৩৬। অইযা ~ আযাক্বনান্ না-সা রহ্‌মাতান্ ফারিহূ বিহা-; অইন্ তুছিব্‌হুম্ সাইয়িয়াতুম্ বিমা-
শরীক করতে বলে? (৩৬) এবং যখন আমি মানুষকে করুণার স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা সন্তুষ্ট হয়, আর তারা যখন তাদের

قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

কৃদ্দামাত্ আইদীহিম্ ইযা-হুম্ ইয়াক্ব্‌নাত্বূন্। ৩৭। আওয়ালাম্ ইয়ারও আন্নাল্লা-হা ইয়াব্‌সুত্বুর্ রিয্‌ক লিমাইঁ
কৃতকর্মের কারণে কোন দুর্দশার মধ্যে পতিত হয় তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আর আল্লাহ যাকে

يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى

ইয়াশা — য়ু অ ইয়াক্বদির্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁ ইয়ু"মিনূন্। ৩৮। ফাআ-তি যাল্ কু্‌র্‌বা
ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত ও সীমিত করে দেন? নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৩৮) অআত্মীয়দেরকে

حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز

হাক্ব্ ক্বহূ অল্‌মিস্‌কীনা অব্‌নাস্ সাবীল্; যা-লিকা খইরুল্ লিল্ লাযীনা ইয়ুরীদূনা অজ্‌হাল্লা-হি
তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করো, মিসকীন ও পথিককেও। এটা সেসব লোকদের জন্য শ্রেয় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ

অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্। ৩৯। অমা ~ আ-তাইতুম্ মির্ রিবাল্লিইয়ার্‌বুওয়া ফী ~ আম্‌ওয়া-লিন্না-সি
আর এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম।(৩৯) মানুষের ধন সম্পদে তোমাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা যে সুদ

فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ

ফালা-ইয়ারবু 'ইন্‌দাল্লা-হি অমা ~ আ-তাইতুম্ মিন্ যাকা-তিন্ তুরীদূনা অজ্‌হাল্লা-হি ফাউলা ~ য়িকা
প্রদান করে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে যাকাত প্রদান কর তা-ই

هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ

হুমুল্ মুদ্ব'ইফূন্। ৪০। আল্লা-হুল্ লাযী খলাক্বকুম্ ছুম্মা রযাক্বকুম্ ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়ুহ্‌য়ীকুম্ ;
বৃদ্ধি পায় তারাই সমৃদ্ধ। (৪০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করে রিযিক দিলেন; পরে মারবেন আবার জীবিত করবেন;

هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا

হাল্ মিন্ শুরাকা — য়িকুম্ মাইঁ ইয়াফ্'আলু মিন্ যা-লিকুম্ মিন্ শাইয়িন্; সুব্‌হা-নাহূ অতা'আ-লা- 'আম্মা-
তোমাদের শরীকদের মাঝে এমন কোন দেবতা আছে কি, যে এর কোন একটিও করতে পারে? তিনি তা হতে পবিত্র ও বহু

৪ ع ১৩ ৭ রুকু

يُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৪১। জোয়াহারাল্ ফাসাদু ফিল্ বাররি অল্‌বাহ্‌রি বিমা-কাসাবাত্ আইদিন্না-সি
উর্দ্ধে তারা যে শরীক করে। (৪১) স্থলভাগে ও পানিতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কর্মের কারণে; যেন আল্লাহ তাদের

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

লিইয়ুযীক্বহুম্ বা'দ্বোয়াল্লাযী 'আমিলূ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বি'উন্। ৪২। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি

কর্মের শাস্তি প্রদান করেন, যেন তারা (তা হতে) প্রত্যাবর্তীত হয়।(৪২) আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর,

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾ فَأَقِمْ

ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌ল্; কা-না আক্‌ছারুহুম্ মুশ্‌রিকীন্। ৪৩। ফাআক্বিম্

অতঃপর দর্শন কর, যারা পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে? আর তাদের অনেকেই ছিল মুশরিক।(৪৩) সুতরাং

وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

অজ্বহাকা লিদ্দীনিল্ ক্বাইয়্যিমি মিন্ কব্‌লি আইঁ ইয়া''তিয়া ইয়াওমুল্ লা-মারদ্দা-লাহূ মিনাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিইঁ

তুমি সত্য দ্বীনের প্রতি নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখ, এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন আল্লাহর পক্ষ হতে অনিবার্য, সেদিন মানুষ

يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٤﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ

ইয়াছ্ ছোয়াদ্দা'উন্। ৪৪। মান্ কাফার ফা'আলাইহি কুফ্‌রুহূ অমান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালিআন্‌ফুসিহিম্

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।(৪৪) কাফেরের কুফুরীর শাস্তি তারই ওপর পতিত হবে; যারা পুণ্যবান তারা নিজেদের জন্য

يَمْهَدُونَ ﴿٤٥﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ

ইয়াম্‌হাদূন্। ৪৫। লিইয়াজ্বি'য়াল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্ ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ

শয্যা রচনা করে।(৪৫) যেন মু'মিন ও পুণ্যবানদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন; নিশ্চয়ই তিনি কাফেরদেরকে

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم

লা-ইয়ুহিব্বুল্ কা-ফিরীন্। ৪৬। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আইঁ ইয়ুর্‌সিলার্ রিয়া-হা মুবাশ্‌শির-তিঁও অলিইয়ুযীক্বকুম্

ভালবাসেন না (৪৬) আর তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হল, তিনি বায়ু পাঠান বৃষ্টির সুসংবাদরূপে, অনুগ্রহের স্বাদরূপে

مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

মির্ রহমাতিহী অলিতাজ্‌রিয়াল্ ফুল্‌কু বিআম্‌রিহী অলিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।

এবং যেন তাঁর নির্দেশে নৌযান চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খোঁজ করতে পার, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا

৪৭। অলাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না-মিন্ ক্বব্‌লিকা রুসুলান্ ইলা- ক্বওমিহিম্ ফাজ্বা — য়ুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফান্‌তাক্বম্‌না-

(৪৭) আপনার পূর্বে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ে নিদর্শন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করেছি

আয়াত-৪২ ঃ মক্কার মুশ্‌রিকদের শিরকের অভিযোগে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের শানেনুযূল সম্বন্ধে ত্বাব্‌রানী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হজ্জ ব্যতীত মিল্লাতে ইব্রাহীমের সব ইবাদত পরিবর্তন ও তাওয়াফের সময় আল্লাহর নামের সাথে প্রতিমাদের নাম যুক্ত করত। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াতসমূহ নাযিল করে মানুষের এই জাতীয় গুণাহের কারণে দুনিয়াতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নৌকা ডুবি ইত্যাদি বিপদের কথা বর্ণনা করেন। (ইবঃ কাঃ) **আয়াত-৪৬ ঃ** জল-স্থলে মানব অপরাধে বিপর্যয়ের পরও দয়ালু আল্লাহ দুনিয়ার নিয়ম-নীতি বিদ্যমান রাখেন। বায়ু রাশি চালু রাখেন যার উপকারিতা নিম্নরূপ-(১) এটি শীতলতা আনয়ন, শাস্তি দান, বৃষ্টির সু-সংবাদ প্রদান করে। (২) এতে স্থলভাগে মানুষ জীবিত থেকে ফলে-ফুলে ও আহার্যে আল্লাহর যাবতীয় নেয়া'মতের স্বাদ উপভোগ করে। (তাফঃ হক্কানী)

مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿৪৮﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ

মিনাল্লাযীনা আজ্র্ রমূ অকা-না হাক্ব্ ক্বান্ 'আলাইনা- নাছ্রুল্ মু''মিনীন্। ৪৮। আল্লা-হুল্লাযী ইয়ুর্সিলুর্

আর যারা মু'মিন তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা তো আমার দায়িত্ব। (৪৮) অতঃপর আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘ

الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى

রিয়া-হা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাইয়াব্সুতুহূ ফিস্ সামা — য়ি কাইফা ইয়াশা — য়ু অইয়াজ্'আলুহূ কিসাফান্ ফাতারল্

বহন করে, তিনি তাঁর ইচ্ছেমত আকাশ মণ্ডলে মেঘমালা ছড়িয়ে দেন, অতঃপর খণ্ড বিখণ্ড করে দেন; অতঃপর তুমি তার

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ

অদ্ক্ব ইয়াখ্রুজু মিন্ খিলা-লিহী ফাইযা ~ আছোয়া-বা বিহী মাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবাদিহী ~ ইযা-হুম্

মেঘের মাঝেই বৃষ্টি দেখতে পাও; আর তিনি যখন স্বীয় বান্দাহ্দের মধ্যে তার ইচ্ছানুযায়ী মেঘমালাকে পৌছান, তখন তারা

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿৪৯﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ

ইয়াস্তাব্শিরূন্। ৪৯। অইন্ কা-নূ মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়ুনায্যালা 'আলাইহিম্ মিন্ ক্বব্লিহী লামুব্লিসীন্।

আনন্দিত হয়। (৪৯) এবং যদিও তাদের আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে তারা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশার মধ্যে ছিল।

﴿৫০﴾ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ

৫০। ফান্জুর্ ইলা ~ আ-ছা-রি রহ্মাতিল্লা-হি কাইফা ইয়ুহ্য়িল্ আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; ইন্না যা-লিকা

(৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত করুণার প্রতি দৃষ্টি দাও, কিভাবে তিনি মৃত যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর,

لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿৫১﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ

লামুহ্য়িল্ মাওতা- অহুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৫১। অলায়িন্ আর্সাল্না-রীহান্ ফারয়াওহু

নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেনই। তিনিই সর্ব শক্তিমান। (৫১) এবং যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাতে শস্য

مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿৫২﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ

মুছ্ফার্রল্ লাজোয়াল্লু মিম্ বা'দিহী ইয়াক্ফুরূন্। ৫২। ফাইন্নাকা লা-তুস্মি'উল্ মাওতা- অলা- তুস্মি'উছ্

পীতবর্ণ হয়, তখন তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হবে। (৫২) সুতরাং আপনি না মৃতকে আহ্বান শ্রবণ করাতে পারবেন, আর

الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿৫৩﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ

ছুম্মাদ্ দু'আ — য়া ইযা-অল্লাও মুদ্বিরীন্। ৫৩। অমা ~ আন্তা বিহা-দিল্ 'উম্য়ি 'আন্ দ্বোলা-লাতিহিম্

৫ ع ১৩ ৮ রুকু

না পারবেন বধিরকে শ্রবণ করাতে; যখন তারা বিমুখ হয়। (৫৩) আর আপনি অন্ধকেও ভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেন না।

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿৫৪﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ইন্ তুস্মি'উ ইল্লা-মাইঁ ইয়ু''মিনু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ মুস্লিমূন্। ৫৪। আল্লা-হুল্ লাযী খলাক্বকুম্ মিন্

আপনি তো কেবল আয়াতে বিশ্বাসীদেরকেই শ্রবণ করাতে পারবেন, তারা সমর্পিত। (৫৪) আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদেরকে

ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ

দ্বু'ফিন্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি দ্বু'ফিন্ কুওয়্যাতান্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি কুওয়্যাতিন্ দ্বু'ফাঁও অশাইবাহ্;
দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, পরে শক্তি প্রদান করে, শক্তির পরে আবার প্রদান করেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি স্বীয় ইচ্ছামত

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

ইয়াখ্‌লুকু মা-ইয়াশা — য়ু অহুওয়াল্ 'আলীমুল্ ক্বদীর্। ৫৫। অইয়াওমা তাকূ মুস্ সা- 'আতু ইয়ুক্বসিমুল্ মুজ্‌রিমূন
সৃষ্টি করেন; তিনি মহাজ্ঞানী, শক্তিধর। (৫৫) আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পাপীরা শপথ করে বলবে যে, তারা কবরে

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

মা-লাবিছূ গইরা সা-'আহ্; কাযা-লিকা কা-নূ ইয়ু''ফাকূন্। ৫৬। অক্বা-লাল্ লাযীনা ঊতুল্ 'ইল্‌মা
মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা দুনিয়াতে অলীক কল্পনায় ছিল। (৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান

وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

অল্ ঈমা-না লাক্বদ্ লাবিছ্‌তুম্ ফী কিতা-বিল্লা-হি ইলা-ইয়াওমিল্ বা''ছি ফাহা-যা- ইয়াওমুল্ বা''ছি
দান করা হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। অতএব এটা

وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

অলা-কিন্নাকুম্ কুন্‌তুম লা-তা'লামূন্। ৫৭। ফাইয়াওমায়িযিল্ লা-ইয়ান্‌ফা'উ ল্লাযীনা জোয়ালামূ
পুনরুত্থান দিবস, তবে তোমরা তা জানত না। (৫৭) সেদিন জালিমদের কোন ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ

মা'যিরাতুহুম্ অলা-হুম্ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্। ৫৮। অ লাক্বদ্ দ্বোয়ারাব্‌না-লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুর্‌আ-নি
যারা তওবা করে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির সুযোগও তাদেরকে দেয়া হবে না।(৫৮) আর আমি তো বর্ণনা করেছি এ কোরআনে মানুষের

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ

মিন্ কুল্লি মাছালি; অলায়িন্ জ্বি''তাহুম্ বিআ-ইয়া-তিল্ লাইয়াকূলান্নাল্ লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-
জন্য সর্বপ্রকার উপমা আর আপনি যদি কোন নিদর্শন আনয়ন করেন, তবে কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে যে, তোমরা প্রবঞ্চক

إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٩﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *

মুব্‌ত্বিলূন্। ৫৯। কাযা-লিকা ইয়াত্বা'উল্লা-হু 'আলা-কুলূবিল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্।
ছাড়া আর কিছুই নও।(৫৯) এভাবে যারা বিশ্বাস করে না তাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।

ع ৬ ৭ ৯ রুকু

﴿٦٠﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ *

৬০। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্কুঁও অলা-ইয়াস্‌তাখিফ্‌ফান্নাকাল্ লাযীনা লা-ইয়ূক্বিনূন্।
(৬০) আপনি ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আর যারা অবিশ্বাসী তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লুক্বমা-ন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৪
রুকূ ঃ ৪

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ হাকীম্। ৩। হুদাঁও অরহ্মাতাল্ লিল্মুহ্সিনীন্।
(১) আলিফ লাম মীম। (২) এগুলো সেই বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ। (৩) যা পুণ্যবানদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ

৪। আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা অ ইয়ু'তূনায্ যাকা-তা অহুম্ বিল্ আ-খিরতি হুম্ ইয়ূক্বিনূন্। ৫। উলা — য়িকা
(৪) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তারাই আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে (৫) তারাই তাদের

عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ

'আলা-হুদাম্ মির্ রব্বিহিম অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৬। অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়াশ্তারী
রবের পক্ষ থেকে আগত সৎপথের উপর রয়েছে, আর তারাই সফলতা লাভ করবে। (৬) পক্ষান্তরে কেউ কেউ এমনও

لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ

লাহ্ওয়াল্ হাদীছি লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি বিগইরি 'ইল্মিওঁ অইয়াত্তাখিযাহা- হুযুওয়া-;
আছে যে, না জেনে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অমূলক কথা খরিদ করে এবং এটা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করে;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ

উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৭। অইযা-তুত্লা 'আলাইহি আ-ইয়াতুনা-অল্লা-মুস্তাক্বিরন্ কাআ ল্লাম্
তাদের জন্যই অবমাননাকর শাস্তি। (৭) তার কাছে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

ইয়াস্মা'হা-কাআন্না ফী ~ উযুনাইহি অক্বরান্ ফাবাশ্শিরহু বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৮। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ অ
যেন শুনতে পায় নি; মনে হয় যেন তার কর্ণ বধিরতা রয়েছে, তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুখবর দিন। (৮) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ

'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ জ্বান্না-তুন্ না'ঈম্। ৯। খ-লিদ্বীনা ফীহা-; ওয়া'দাল্লা-হি হাক্বক্ব-; অহুওয়াল্
এবং নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে সুখকর জান্নাত।(৯) সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ

'আযীযুল্ হাকীম্। ১০। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি বিগইরি 'আমাদিন্ তারওনাহা-অআল্ক্ব-ফিল্ আর্দ্বি
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তিনি (আল্লাহ) স্তম্ভ ছাড়া আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তো দেখছ; তিনি ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন

رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ط وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

রওয়া-সিয়া আন্ তামীদা বিকুম্ অবাছ্ছা-ফীহা-মিন্ কুল্লি দা — ব্বাহ্; অআন্‌যাল্‌না- মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্
করে দিলেন যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে; এখানে প্রত্যেক জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন; আর আমি আকাশ হতে বৃষ্টি

فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ

ফাআম্‌বাত্‌না-ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজ্বিন্ কারীম্। ১১। হা-যা- খল্‌কু ল্লা-হি ফাআরূনী মা-যা-খলাকৃল্লাযীনা
বর্ষণ করে দিয়ে ওতে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় জন্মাই।(১১) এ তো আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুসমূহ। তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি

مِن دُونِهِ ط بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ

মিন্ দূনিহ্; বালিজ্ জোয়া-লিমূনা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ১২। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-লুক্ব্‌মা-নাল্ হিক্‌মাতা আনিশ কুর্
করেছে তোমরা আমাকে দেখাও, জালিমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।(১২) আর আমি তো লুকমানকে জ্ঞান দিয়েছি যেন আল্লাহর

ع ১ ১১ ১০ রুকু

اشْكُرْ لِلَّهِ ط وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ *

লিল্লা-হ্; অমাইঁইয়াশ্‌কুর্ ফাইন্নামা ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌সিহী অ মান্ কাফারা ফাইন্না ল্লা-হা গনিয়্যুন্ হামীদ্।
শোকরগুজার হও। আর যে শোকর করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই শোকর করে, আর অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

﴿١٣﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

১৩। অইয্ ক্বা-লা লুকব্ব্ মা-নু লিব্‌নিহী অ হুওয়া ইয়া'ইজুহূ ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তুশ্‌রিক্ বিল্লা-হ্; ইন্নাশ্ শির্‌কা লাজুল্‌মুন্
(১৩) লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলল, হে বৎস! কাউকে শরীক করো না আল্লাহর সাথে, শিরক্ বড়

আরকুবুঈ (ছঃ)

عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي

'আজীম্। ১৪। অঅছ্ ছোয়াইনাল্ ইন্‌সা-না বিওয়া- লিদাইহি হামালাত্‌হু উম্মুহূ অহ্‌নান্ 'আলা-অহ্‌নিঁও অফিছোয়া-লুহূ ফী
জুলুম। (১৪) আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্পর্কে উপদেশ দিলাম যে তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে,

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن

'আ-মাইনি আনিশ্ কুর্‌লী অলি ওয়া-লি দাইক্; ইলাইয়্যাল্ মাছীর্। ১৫। অইন্ জ্বা-হাদা-কা 'আলা ~ আন্
দু বছরে স্তন্য ছাড়ায়। সুতরাং আমার ও তোমার মাতা-পিতার কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। (১৫) কিন্তু তারা

• অর্ধাংশ

تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

তুশ্‌রিকা বীমা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌মুন্ ফালা-তুত্বি'হুমা- অছোয়া-হিব্‌হুমা- ফিদ্দুন্‌ইয়া-মা'রূফাঁও
উভয়ে যদি শরীক করাতে চেষ্টা করে, তবে যে বিষয়ে জান না সে বিষয়ে তাদের কথা মেনো না; তবে পৃথিবীতে তাদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২ ঃ হযরত লোকমানের উপদেশাবলী ইহুদীদের নিকট অধিক শ্রুতি মধুর ছিল। আরববাসীরা যে কোন বিষয়ে তাদের কাছে পেশ করলে তখন তারা প্রবাদ বাক্য হিসেবে তাঁর উপদেশ বর্ণনা করত। মুসলমানরাও সে সকল উপদেশের প্রতি কৌতূহলী হলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। আয়াত-১৫ ঃ হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) মুসলমান হলে তাঁর মা কসম করে বলল, "যে পর্যন্ত সা'আদ ইসলাম বর্জন না করবে সে পর্যন্ত আমি রোদ থেকে সরবো না আর পানাহারও করব না।" উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত সা'আদ নাউজুবিল্লাহ্ মুর্তাদ হয়ে যাবে বলে তাঁর মা আশা করেছিল। কিন্তু হযরত সা'আদ বললেন, "আমি তো কখনও কাফের হব না।" এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুযূর (সঃ)এর নিকট সংবাদ পৌঁছলে, মাতার এরূপ কথা না মানার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অত্তাবি' সাবীলা মান্ আনাবা ইলাইয়্যা ছুম্মা ইলাইয়্যা মারজি'উকুম্ ফাউনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্।
সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের পথই মানবে যারা আমার মুখী; আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমাদের কর্মের খবর দেব।

⑯ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي

১৬। ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নাহা ~ ইন্ তাকু মিছ্‌ক্বা-লা হাব্বাতিম্ মিন্ খর্‌দালিন্ ফাতাকুন্ ফী ছোয়াখ্‌রতিন্ আও ফিস্
(১৬) হে প্রিয় বৎস! যদি কোন বস্তু সরিষার বীজ পরিমাণ হয় আর তা পাথরের অভ্যন্তরে কিংবা আকাশে বা পাতালের

السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ⑰ يٰبُنَيَّ

সামা-ওয়া-তি আও ফিল্ আর্‌দ্বি ইয়া''তি বিহাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন্ খবীর্। ১৭। ইয়া-বুনাইয়্যা
অভ্যন্তরে থাকে, তা-ও এনে আল্লাহ উপস্থিত করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী, প্রজ্ঞাময় (১৭) হে প্রিয় পুত্র! তুমি

اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ

আক্বিমিছ্ ছলা-তা অ''মুর্ বিল্ মা'রূফি ওয়ান্‌হা 'আনিল্ মুন্‌কারি অছ্‌বির্ 'আলা-মা ~ আছোয়া-বাক্;
নামায কায়েম কর; সৎকর্মের আদেশ প্রদান করবে ও অসৎকর্মে বাধা প্রদান করবে, আর তোমার উপর বিপদ আপতিত হলে

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ⑱ ۚ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي

ইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্‌মিল্ উমূর্। ১৮। অলা-তুছোয়া'ইর্ খদ্দাকা লিন্না-সি অলা-তাম্‌শি ফিল্
ধৈর্য ধারণ করবে, এটাই দৃঢ় চিত্তের কর্ম। (১৮) আর তুমি অহংকারের বসবর্তী হয়ে মানুষের প্রতি অবজ্ঞা কর না, আর যমীনে

الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ⑲ ۚ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

আরদ্বি মারহা-; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা মুখ্‌তা-লিন্ ফাখূর্। ১৯। অক্ব্‌ছিদ্ ফী মাশ্‌য়িকা
দম্ভভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও কোন অহংকারীকে ভালবাসেন না। (১৯) তুমি সংযত হয়ে চলবে,

ع ২ ৮ ১১ রুকু

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ⑳ ۧ اَلَمْ تَرَوْا

অগ্‌দুদ্ব্ মিন্ ছোয়াওতিক্; ইন্না আন্‌কারল্ আছ্‌ওয়া-তি লাছোয়াওতুল্ হামীর্। ২০। আলাম্ তারাও
তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, নিশ্চয়ই গর্দভের স্বরই স্বরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। (২০) তোমরা কি, দেখনা,

اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ

আন্নাল্লা-হা সাখ্‌খর লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি অআস্‌বাগ 'আলাইকুম্ নি'আমাহূ
আল্লাহ সব কিছুকে তোমাদের মঙ্গলে নিয়োগ করেছেন, যা কিছু আছে যমীনে এবং তিনি পূর্ণকরে দিলেন তোমাদের প্রতি

ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى

জোয়া-হিরতাঁও অবা-ত্বিনাহ্; অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি বিগইরি 'ইল্‌মিঁও অলা-হুদাঁও
তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ; মানুষের মাঝে কতক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না জেনে, না পথ

وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢١﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

অলা-কিতা-বিম্ মূনীর্। ২১। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'উ মা ~ আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্ নাত্তাবি'উ মা-

পেয়ে, না স্পষ্ট গ্রন্থ পেয়ে। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহর নাযীলকৃতকে তখন তারা

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢٢﴾

অজ্বাদ্না- 'আলাইহি আ-বা — য়ানা-; আওয়ালাও কা-নাশ্ শাইত্বোয়া-নু ইয়াদ্'উ হুম্ ইলা- 'আযা-বিস্ সা'ঈর্।

বলে, পিতৃপুরুষকে যাতে পেয়েছি তা-ই মানব। যদি শয়তান তাদেরকে দোযখের শাস্তির প্রতি আহ্বান করে, তবুও কি?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ

﴿٢٢﴾ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

২২। অমাইঁ ইয়ুস্লিম্ অজ্হাহূ ~ ইলাল্লা-হি অহুওয়া মুহ্সিনুন্ ফাক্বাদিস্ তাম্সাকা বিল্'উরওয়াতিল্ উছ্ক্বা-;

(২২) যে ব্যক্তি পুণ্যবান হয়ে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নিকট সমর্পিত হয়, সে-ই দৃঢ় হাতল ধারণ করল, সব কাজের পরিণতি

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ

আইলাল্লা-হি 'আ-ক্বিবাতুল্ উমূর্। ২৩। অমান্ কাফার ফালা-ইয়াহ্যুন্কা কুফ্রুহ্; ইলাইনা-মার্জি'উহুম্

আল্লাহর হাতে। (২৩) কেউ কুফুরী করলে তার কুফুরী যেন আপনাকে দুঃখিত না করে; আমার কাছেই তাদের ফিরে

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ

ফানুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা- 'আমিলূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ২৪। নুমাত্তি'উহুম্ ক্বলীলান্ ছুম্মা নাদ্ত্বোয়ার্রুহুম্

আসতে হবে। তখন আমি তাদের কর্ম অবহিত করার, আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন। (২৪) তাদেরকে অল্প ভোগ্য দেব, পরে

هُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٥﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ

হুম্ ইলা-'আযা-বিন্ গলীজ্। ২৫। অলায়িন্ সায়াল্তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া লাইয়াক্বূলুন্না

কঠিন শাস্তিতে বাধ্য করব।(২৫) আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে-বলবে, 'আল্লাহ'।

اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ল্লা-হ্; কুলিল্ হাম্দু লিল্লা-হ্; বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ২৬। লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব্;

আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, তারা অনেকেই তা জানে না।(২৬) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গনিয়্যুল্ হামীদ্। ২৭। অলাও আন্না মা-ফিল্ আর্দ্বি মিন্ শাজ্বারতিন্ আক্ব্লা-মুঁও

সবই আল্লাহর, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।(২৭) আর ভূ-পৃষ্ঠের বৃক্ষসমূহ যদি কলম হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে আরও

টীকা ঃ(১) আয়াত-২৩ ঃ কোন কিছুই আমার দৃষ্টির আড়ালে নয়। সব কিছুই তাদেরকে জানিয়ে দিব এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এরা সামান্য কয়েকদিনের আনন্দে আত্মহারা থাকলে তবে তা তাদের ভীষণ ভুল হয়েছে। কেননা, তাদের এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এ সামান্য কয়েকদিনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গর্বিত হওয়া নিছক মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

আয়াত-২৫ ঃ অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বাপ-দাদার ধর্মের অন্ধ অনুকরণে অন্ধ হওয়ার জন্য স্রষ্টার সৃষ্টি ব্যতীত আসমান ও যমীন এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করছ অথবা আসমান-যমীনের একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছে। এতে কারও অংশীদারিত্ব নেই। (তাফঃ হক্কানী)

وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

অল্ বাহ্‌রু ইয়ামুদ্দুহূ মিম্ বা'দিহী সাব্'আতু আব্‌হুরিম মা-নাফিদাত্ কালিমা-তুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্

সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালিতে পরিণত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখা) শেষ হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,

حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٩﴾ اَلَمْ تَرَ

হাকীম্। ২৮। মা- খল্‌ক্বুকুম্ অলা-বা'ছুকুম্ ইল্লা-কানাফ্‌সিওঁ ওয়া -হিদাহ্; ইন্নাল্লা -হা সামী উ'ম্ বাছীর্ ২৯। আলাম্‌তার

বিজ্ঞ। (২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি আত্মার মতই; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (২৯) তুমি কি

اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

আন্নাল্লা-হা ইয়ূলিজুল্ লাইলা ফিন্নাহা-রি অ ইয়ূলিজুন্ নাহা-রা ফিল্লাইলি অ সাখ্‌খরশ্ শাম্‌সা অল্ ক্বমার

দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে রেখেছেন,

كُلٌّ يَّجْرِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ

কুল্লুঁই ইয়াজ্‌রী ~ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মাঁও অআন্নাল্লা-হা-বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ৩০। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা

প্রত্যেকেই চলতে থাকবে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (৩০) এটাই প্রমাণ যে,

ع ৩ ১১ ১২ রুকু

هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ

হুওয়াল্ হাক্ব্‌ক্বু অআন্না মা-ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহিল্ বা-ত্বিলু অআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর্।

একমাত্র আল্লাহ সত্য; আর তাঁকে (আল্লাহ) বাদ দিয়ে তারা যে সব বস্তুর উপাসনা করছে তা মিথ্যা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

﴿٣١﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ

৩১। আলাম্ তার আন্নাল্ ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফিল্ বাহ্‌রি বিনি'মাতিল্লা-হি লিইয়ুরিয়াকুম্ মিন্ আ-ইয়া-তিহ্; ইন্না

(৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর দয়ায় সমুদ্রে নৌযান চলে, যেন তিনি নিদর্শন দেখাতে পারেন, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٢﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ৩২। অ ইযা-গশিয়াহুম্ মাওজুন্ কাজ্‌জুলালি দা'আয়ুল্লা-হা

যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ তাদের জন্য নিদর্শন। (৩২) আর তাদেরকে যখন মেঘের মত তরঙ্গ ঘিরে ফেলে, তখন নিষ্ঠার সঙ্গে

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا

মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম্ ইলাল্ বার্‌রি ফামিন্‌হুম্ মুক্ব্‌তাছিদ্ অমা-ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইল্লা-

আল্লাহকে ডাকে; যখন মুক্তি দিয়ে স্থলে পৌঁছান, তখন কেউ সরল পথে থাকে; আর কেবল প্রবঞ্চক অকৃতজ্ঞরাই আমার

كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٣﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ

কুল্লু খাত্তা-রিন্ কাফূর্। ৩৩। ইয়া ~ আইঁইয়্যুহান্ না-সুত্তাকূ রব্বাকুম্ অখ্‌শাও ইয়াওমাল্ লা-ইয়াজ্‌যী ওয়া-লিদুন্

আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৩৩) হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর; ওই দিনকে ভয় কর, যেদিন না

عَن وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا

আঁও অলাদিহী অলা-মাওলূদুন্ হুয়া জ্বা-যিন্ আঁও ওয়া-লিদিহী শাইয়া-; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ক্বুন্ ফালা-

পিতা তার পুত্রের এবং না পুত্র পিতার কোন উপকারে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন

تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ﴿٣٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ عِندَهٗ عِلْمُ

তাগুর্রন্নাকুমুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া-অলা-ইয়াগুর্রন্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গরূর্। ৩৪। ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহূ 'ইল্মুস্

তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলুক; প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৩৪) নিশ্চয়ই আল্লাহর

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

সা-'আতি অইয়ুনায্যিলুল্ গইছা অ ইয়া'লামূ মা-ফিল্ আর্হা-ম্; অমা-তাদ্রী নাফ্সুম্ মা-যা

কাছেই কিয়ামতের খবর, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, মায়ের গর্ভে যা আছে তা তিনি জানেন, আর কেউ জানে না

৪ ع ৪ ১৩ রুকু

تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

তাক্সিবু গদাহ্; অমা-তাদ্রী নাফ্সুম্ বিআইয়ি আর্দ্বিন্ তামূত্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খবীর্।

আগামীকাল সে কি করবে, আর কোথায় সে মৃত্যু বরণ করবে তা-ও জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সব খবর রাখেন।

সূরা সাজ্বদাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

الٓمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি লা-রইবা ফীহি মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৩। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্

(১) আলিফ লাম মীম। (২) বিশ্ব-রবের অবতারিত কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, সে রচনা

افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰىهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ

তার-হু বাল্ হুওয়াল্ হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিকা লিতুন্যির ক্বওমাম্ মা ~ আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্বব্লিকা

করেছে? বরং তা আপনার রবের পক্ষ হতে আগত সত্য, যা দিয়ে এ কওমকে সতর্ক করেন, যাদের কাছে পূর্বে কোন

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্তাদূন্। ৪। আল্লা-হুল্লাযী খলাক্বস্-সামা ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া অমা-বাইনা হুমা-ফী

সতর্ককারী আসে নি। তারা পথ পাবে। (৪) আল্লাহ সেই সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং তদস্থ সব

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا

সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া 'আলাল্-'আর্শ্; মা- লাকুম্ মিন্দূনিহী মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা- শাফী'ইন্ আফালা-

কিছু ছয়দিনে ; পরে আরশে আসীন হন; আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারীও, তবু কি

تَتَذَكَّرُونَ ۝٥ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

তাতাযাক্কারূন্। ৫। ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্‌র মিনাস্ সামা — য়ি ইলাল্ আর্‌দ্বি ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্
তোমরা উপদেশ নেবে না? (৫) তিনি আকাশ মণ্ডল হতে শুরু করে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, পরে

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝٦ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

কা-না মিক্বদা-রুহূ ~ আল্‌ফা সানাতিম্ মিম্মা-তা'উদ্দূন্। ৬। যা-লিকা 'আ-লিমুল্ গইবি অশ্‌শাহা-দাতিল্ 'আযীযুর্
তাঁর কাছে একদিন উপনীত হবে,যার পরিমাণ হবে হাজার বছরের সমান।(৬) তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী,

الرَّحِيمُ ۝٧ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۝٨

রহীম্। ৭। আল্লাযী ~ আহ্‌সানা কুল্লা শাইয়িন্ খলাক্বহূ অবাদায়া খল্‌ক্বল্ ইন্‌সা-নি মিন্ ত্বীন্।
পরম দয়ালু। (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করেছেন, এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝٩ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ

৮। ছুম্মা জ্বা'আলা নাস্‌লাহূ মিন্ সুলা-লাতিম্ মিম্মা — য়িম্ মাহীন্। ৯। ছুম্মা সাওয়্যা-হু অনাফাখ ফীহি মির্ রূহিহী
(৮) অতঃপর তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে তার বংশ বিস্তার করেন। (৯) তাকে সুঠাম করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝١٠ وَقَالُوا أَإِذَا

অজ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম'আ অল্ আব্‌ছোয়া-র অল্‌আফ্‌য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্‌কুরূন্। ১০। অক্বালূ ~ য়া ইযা-
রূহ প্রদান করলেন ১; কর্ণ, চক্ষু ও মন প্রদান করলেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ হও। (১০) আর তারা বলে, আমরা

ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝١١ قُلْ

দ্বোয়ালাল্‌না-ফিল্ আর্‌দ্বি আ ইন্না-লাফী খল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ্; বাল্ হুম্ বিলিক্বা — য়ি রব্বিহিম্ কা-ফিরূন্। ১১। ক্বুল্
মাটি হয়ে গেলেও কি আবার নতুন সৃষ্ট হব? বরং তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ অস্বীকারকারী। (১১) আপনি বলুন,

ع ১১ ১৪ রুকূ

يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١٢ وَلَوْ تَرَىٰ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্ মালাকুল্ মাওতিল্লাযী উক্কিলা বিকুম্ ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ তুর্‌জ্বা'উন্। ১২। অলাও তারা ~
নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাই তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, পরে তোমরা রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। (১২) যদি দেখতেন!

إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ

ইযিল্ মুজ্‌রিমূনা না-কিসূ রুয়ূসিহিম্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্; রব্বানা ~ আব্‌ছোয়ার্‌না-অসামি'না ফার্‌জ্বি'না না'মাল্
যখন পাপীরা তাদের রবের সামনে তাদের মাথা নোয়াবে, হে আমার রব! দেখলাম, শুনলাম; আমাদেরকে পুনঃ পাঠাও,

টীকা ঃ(১) আয়াত-৯ ঃ আল্লাহ এস্থানে রূহকে নিজের প্রতি সম্বন্ধ করে মানবাত্মার উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইশারা করেন। যেমন আল্লাহ এর ঘর বলে কা'বা শরীফের মর্যাদা বর্ধিত করেন। অথচ আল্লাহ এ ঘরে অবস্থান করেন না। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০ঃ প্রখ্যাত মুফাস্‌সির মুজাহিদ (রঃ) বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালা বিশেষ। তিনি যাকে চান তুলে নেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার ছাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার কর। মালাকুল মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন–আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি। (মাঃ কোঃ)

صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

ছোয়া- লিহান্ ইন্না-মূক্বিনূন্। ১৩। অলাও শি'’না লাআ-তাইনা- কুল্লা নাফ্‌সিন্ হুদা-হা-অলা-কিন্ হাক্ব্ ক্বল্ কওলু
আমরা নেক কাজ করব, দৃঢ় বিশ্বাসী হব। (১৩) আমি যদি চাইতাম, তবে প্রত্যেক লোককে পথ প্রদর্শন করতাম, কিন্তু আমার

مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٤﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ

মিন্নী লাআম্‌লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি অন্না-সি আজ্ মা'ঈন্। ১৪। ফাযূক্ব্ বিমা-নাসীতুম্ লিক্বা — য়া
কথা সত্য যে, জ্বিন ও মানুষ দ্বারা আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।(১৪) অতঃপর শাস্তি গ্রহণ কর, কেননা, তোমরা আজকের

يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ

ইয়াওমিকুম্ হা-যা-ইন্না নাসীনা-কুম্ অযূক্ব্ 'আযা- বাল্ খুল্‌দি বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ১৫। ইন্নামা-
সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুললাম। তোমাদের কর্মের স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর। (১৫) তারাই

بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

ইয়ু'’মিনু বিআ-ইয়া-তিনা ল্লাযীনা ইযা-যুক্কিরূ বিহা- খার্‌রূ সুজ্জাদাঁও অসাব্বাহূ বিহাম্‌দি রব্বিহিম অহুম্ লা-
আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাসী, যাদেরকে আমার আয়াত স্মরণ করালে সেজদায় পড়ে, এবং স্বীয় রবের প্রশংস পবিত্রতা

(সেজদা)

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا সিজ্দাহ্-৫

ইয়াস্‌তাক্‌বিরূন্। ১৬। তাতাজ্বা-ফা-জুনূবুহুম্ 'আনিল্ মাদ্বোয়া-জ্বি'ই ইয়াদ্‌'উনা রব্বাহুম্ খাওফাঁও অ ত্বোয়ামায়াঁও
ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না। (১৬) তারা শয্যা ছেড়ে তাদের রবকে ভয় ও আশায় আহ্বান করে, এবং

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٧﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ

অ মিম্মা-রযাক্ব্‌না-হুম্ ইয়ুন্‌ফিক্বূন্। ১৭। ফালা- তা'লামু নাফ্‌সুম্ মা ~ উখ্‌ফিয়া লাহুম্ মিন্ কুর্‌রতি আ'ইয়ুনিন্
আমার প্রদত্ত রিযিক হতে খরচ করে। (১৭) কেউই অবগত নয় যে, তাদের জন্য নয়নাভিরাম কি কি সামগ্রী অদৃশ্যে রয়েছে?

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ * ওয়াক্ফে গোফরান

জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৮। আফামান্ কা-না মু'’মিনান্ কামান্ কা-না ফা-সিক্বন্ লা-ইয়াস্‌তায়ূন্।
এটা তারা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ লাভ করেছে। (১৮) মু'মিনরা কি ফাসেকের মত? কখনওই তারা তাদের সমান নয়।

﴿١٩﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا

১৯। আম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফালাহুম্ জ্বান্না-তুল্ মা'’ওয়া-নুযুলাম্ বিমা-কা-নূ
(১৯) সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সমাদর হিসেবে জান্নাতেই তাদের

يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

ইয়া'মালূন্। ২০। অআম্মাল্লাযীনা ফাসাক্ব্ ফামা'’ওয়া-হুমুন্ না-রু; কুল্লামা ~ আরদূ ~ আইঁ ইয়াখ্‌রুজ্ব্
আবাস হবে। (২০) আর যারা পাপাচারী তাদের আবাস হবে অগ্নি, যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই

مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

মিন্হা ~ উ'ঈদূ ফীহা- অ ক্বীলা লাহুম্ যূকূ 'আযা-বান্ না-রিল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন্।

তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হবে, অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

٢١ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

২১। অলানুযীক্বান্নাহুম্ মিনাল্ 'আযা-বিল্ আদ্না-দূনাল্ 'আযা-বিল্ আক্বারি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'ঊন্।

(২১) আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব সেই মহাশাস্তির পূর্বে, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

٢٢ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

২২। অমান্ আজ্লামু মিম্মান্ যুক্কিরা বিআ-ইয়া-তি রব্বিহী ছুম্মা 'আরদ্বোয়া 'আন্হা-; ইন্না-মিনাল্ মুজ্ রিমীনা

(২২) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে রবের আয়াত ও উপদেশ পাওয়ার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি পাপীদের

ع ২ ১১ ১৫ রুকু

مُنتَقِمُونَ ٢٣ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ

মুন্তাক্বিমূন্। ২৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফালা-তাকুন্ ফী মির্ইয়াতিম্ মিল্ লিক্বা — য়িহী অ জ্বা'আল্না-হু

থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।(২৩) আর মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি, অতএব আপনি তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ করবেন

هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٤ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ

হুদাল্ লিবানী ~ ইস্রা — ঈল্। ২৪। অ জ্বা'আল্না-মিন্হুম্ আইম্মাতাই ইয়াহ্দূনা বিআম্রিনা-লাম্মা-ছবারূ;

না; তাকে বণীইস্রাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম।(২৪) এবং আমি তাদের মধ্যে তাকে নেতা বানিয়েছি, যারা আমার নির্দেশে

وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟

অকা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়ূক্বিনূন্। ২৫। ইন্না রব্বাকা হুওয়া ইয়াফ্ছিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ

পথ দেখাত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত, আয়াতে বিশ্বাসও করত।(২৫)তারা যে বিষয়ে নিজেদের মাঝে মতানৈক্য করছে,

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢٦ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ

ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ২৬। আওয়ালাম্ ইয়াহ্দি লাহুম্ কাম্ আহ্লাক্না-মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিনাল্ কু রূনি ইয়াম্শূনা

রবই কেয়ামতে তা ফয়সালা করবেন। (২৬) এটাও কি পথ দেখায় নি যে, আমি পূর্বে কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যাদের

فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ٢٧ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ

ফী মাসা-কিনিহিম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-ত্; আফালা-ইয়াস্মা'ঊন্। ২৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না- নাসূ কুল্

বাসস্থানে তারা চলে? নিশ্চয়ই এতেই নিদর্শন আছে। তবুও কি তারা শুনবে না?(২৭) তারা কি দেখে না যে, শুষ্কভূমিতে

টীকা ঃ (১) আয়াত-২১ ঃ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) এর মতে 'আযা-বিল আদনা-' এর দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদই বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ ও আবূ ওবাইদ (রাঃ) এর মতে কবরের শাস্তি বুঝানো হয়েছে। যেন বান্দাহ গুনাহ হতে তাওবা করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনা মতে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে। আর 'আমা-বিল আকবার' হল পরকালের আযাব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৩ ঃ এস্থানে হযরত মূসা (আঃ) এর অনুকরণ করে উভয় জগতের সম্পদ লাভ করেছে, সেভাবে তোমরাও শেষ নবীর অনুকরণ করলে তা লাভ করবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। (ইবঃ কাঃ)

الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا

মা — য়া ইলাল্ আর্‌দ্বিল্ জু্রুযি ফানুখরিজু্ বিহী যার্ 'আন্ তা''কুলু মিন্‌হু আন্'আ-মুহুম্ অআন্‌ফুসুহুম্ আফালা-
ও পতিত যমীতে পানি বর্ষণ করি, তা দিয়ে শস্য উৎপাদন করি, যা হতে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারাও। তবুও কি

يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا

ইয়ুব্‌ছিরূন্। ২৮। অইয়াকূ্লূনা মাতা-হা-যাল্ ফাত্‌হু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিকীন্। ২৯। কু্ল্ ইয়াওমাল্ ফাত্‌হি লা-
তোমরা দেখবে না? (২৮) তারা বলে, ঐ ফয়সালা কখন? বল, যদি সত্যবাদী হও। (২৯) বলুন, সে ফয়সালার দিনে

يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

ইয়ান্‌ফা'উল্লাযীনা কাফারূ ~ ঈমা-নুহুম্ অলা-হুম্ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্। ৩০। ফা'আরিদ্ব্ 'আন্‌হুম্ ওয়ান্‌তাজির্ ইন্নাহুম্ মুন্‌তাজিরূন্।
কাফেরদের ঈমান কাজে আসবে না, অবকাশ পাবে না। (৩০) তাদেরকে উপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন, তারাও করছে।

তিন চতুর্থাংশ ● ৩ ع ৮ ১৬ রুকু

সূরা আহ্যা-ব্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৩
রুকূ ঃ ৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

১। ইয়া ~ আইয়ুহান্নাবিইয়ুত্ তাক্বিল্লা-হা অলা-তুতি্বইল্ কা-ফিরীনা অল্‌মুনা-ফিকীন্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান
(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

হাকীমা-। ২। অত্তাবি' মা-ইয়ূহা ~ ইলাইকা মির্ রব্বিক্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা-তা'মালূনা খবীর-।
বিজ্ঞ। (২) আপনার রব হতে আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয় তার অনুসন্ধান করুন, আপনার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي

৩। অতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্; অকাফা- বিল্লা-হি অকীলা-। ৪। মা-জ্বা'লাল্লা-হু লিরজু্লিম্ মিন্ ক্বল্‌বাইনি ফী
(৩) আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন, আপনার রক্ষকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) কোন লোকের জন্য তার বক্ষে

جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ

জ্বাওফিহী অমা- জ্বা'আলা আয্‌ওয়া-জ্বাকুমুল্লা — য়ী তুজোয়া-হিরূনা মিন্‌হুন্না উম্মাহা-তিকুম্ অমা-জা'আলা
আল্লাহ দু হৃদয় প্রদান করেন নি, তোমাদের যিহারকৃত স্ত্রীকে তিনি তোমাদের মা করেন নি, আর পোষ্য পুত্রদেরকেও তিনি

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

আদ্‌ইয়া — য়াকুম্ আব্‌না — য়াকুম্ যা-লিকুম্ ক্বওলুকুম্ বিআফ্‌ওয়া- হিকুম্ অল্লা-হু ইয়াকূ্লুল্ হাক্ব্‌ক্ব অ হুওয়া
তোমাদের পুত্র করেন নি; (৩) এটা তো স্রেফ তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহই সত্য কথা বলেন, এবং তিনি প্রদর্শন

يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا

ইয়াহ্‌দিস্ সাবীল্ । ৫ । উদ্‌'উহুম্ লিআ-বা — য়িহিম্ হুওয়া আক্‌সাত্ব 'ইন্‌দাল্লা-হি ফাইল্লাম্ তা'লামূ ~
করেন সরল পথ। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ নামেই আহ্বান কর, তার তা-ই আল্লাহর কাছে ন্যায় সংগত, তোমরা যদি

اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ

আ-বা — য়াহুম্ ফাইখ্‌ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীনি অমাওয়া-লিকুম্ অলাইসা 'আলাইকুম্ জু্না-হুন্ ফীমা ~
তাদের প্রকৃত পিতার পরিচয় অবগত না হও, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা যদি ভুল কর, তবে

اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اَلنَّبِىُّ

আখ্‌ত্বোয়া'তুম্ বিহী অলা-কিঁম্ মা-তা'আম্মাদাত্ কু্লূ বুকুম্ অকা-নাল্লা-হু গফূরর্ রহীমা- । ৬ । আন্নাবিয়্যু
তোমাদের পাপ হবে না, কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত কর, তবে তোমাদের গুনাহ হবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর নবীরা

اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

আওলা বিল্‌মু''মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অআয্‌ওয়া- জু্হূ ~ উম্মাহা-তুহুম্ অউলুল্ আর্‌হা-মি বা'দুহুম্
মু'মিনদের কাছে তাদের নিজের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ট, তার (নবী) স্ত্রীরা, তাদের মাতৃতুল্য, আল্লাহর বিধানে আত্মীয় স্বজনেরা

اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى

আওলা- বিবা'দ্বিন্ ফী কিতাবিল্লা-হি মিনাল্ মু''মিনীনা অল্ মুহা-জ্বিরীনা ইল্লা ~ আন্ তাফ্'আলূ ~ ইলা ~
পরস্পর মু'মিন ও মুহাজিরদের অপেক্ষা অধিক নিকটতর; তবে তোমরা যদি তোমাদের উক্ত বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে চাও,

اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ

আওলিয়া — য়িকুম্ মা'রূফা-; কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্‌তূ্র - ।৭। অইয্ আখায্‌না-মিনান্নাবিয়্যিনা
তবে করতে পার, এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।(৭) আর যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম সমস্ত নবীদের নিকট থেকে

مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص

মীছা-ক্বহুম্ অমিন্‌কা অমিন্ নূহিঁও অইব্রা-হীমা অমূসা- অ 'ঈসাব্‌নি মার্‌ইয়ামা
এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়মের নিকট থেকে, আর আমি

وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ

অআখয্‌না-মিন্‌হুম্ মীছা-ক্বন্ গলীজোয়া- । ৮ । লিইয়াস্‌য়ালাছ্ ছোয়া-দিক্বীনা 'আন্ ছিদ্‌ক্বিহিম্ ওয়াআ'আদ্দা
তাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, (৮) সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে; তিনি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪ ঃ (১) জামিল ইবনে মুয়াম্মারের স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সে যা শুনত তা-ই তার মনে থাকত। এ কারণে তাকে দু'হৃদয়ের মালিক বলা হত। তাই সে গর্ব করে নবী কারীম (ছঃ) হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তার এ মিথ্যা দাবি এ আয়াতে খণ্ডন করা হয়েছে। (২) জাহেলী যুগে স্বীয় স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করলে মা হিসাবে হারাম মনে করা হত। এটাই যিহার। এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহপাক জাহিলি যুগের উল্লিখিত তিনটি দাবীই প্রত্যাখ্যান করেছেন। (৩) পোষ্য-পুত্র আপন পুত্রের মত নয়। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক পোষ্য পুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১ ع ৮ ১৭ রুকু

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

লিল্‌কা-ফিরীনা 'আযা-বান্ আলীমা- । ৯ । ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্
কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৯) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন

جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

জা — য়াত্‌কুম্ জুনূ দুন্ ফাআর্‌সাল্‌না -'আলাইহিম্ রীহাঁও অজুনূ দাল্লাম্ তারওহা-; অকা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা
সৈন্যরা তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে বায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। আল্লাহ তোমাদের কর্ম অবশ্যই

بَصِيْرًا ﴿١٠﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ

বাছীর- । ১০ । ইয্ জা — য়ূকুম্ মিন্ ফাওক্বিকুম্ অমিন্ আস্‌ফালা মিন্‌কুম্ অইয্ যা-গত্বিল্ আব্‌ছোয়া-রু
দেখেন।(১০) যখন তারা উচ্চ ও নিম্ন অঞ্চল হতে আগমন করল এবং আর যখন, ঝাপসা হল তাদের দৃষ্টিশক্তি, প্রাণসমূহ

وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١١﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

অ বালাগতিল্ ক্বুলূ বুল্ হানা-জ্বির অ তাজুন্না বিল্লা -হিজ্ জুনূনা- । ১১ । হুনা- লিকাব্ তুলিয়াল্
কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা করছিলে। (১১) তখন মু'মিনরদেরকে

الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١٢﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

মু'মিনূনা অযুল্ যিলূ যিল্‌যা-লান্ শাদীদা- । ১২ । অইয্ ইয়াকূ লুল্ মুনা-ফিকূনা অল্লাযীনা ফী কুলূ বিহিম্
পরীক্ষা করা হয়েছিল আর তাদেরকে ভীষণ কম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (১২) আর মুনাফিক ও অন্তরে রোগসম্পন্নরা বলল,

مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٣﴾ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ

মারদ্বু ম মা- অ 'আদানাল্লা-হু অরসূলুহূ ~ইল্লা-গুরূ র- । ১৩ । অইয্ ক্ব-লাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্‌হুম্ ইয়া ~ আহ্‌লা
আল্লাহ ও রাসূল যে ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছেন তা শুধু ধোঁকাই।(১৩) তাদের একদল বলল, হে ইয়াস্রিবীরা (মদিনাবাসীরা)!

يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ

ইয়াছ্‌রিবা লা -মুক্বা- মা লাকুম্ ফার্‌জ্বি'উ অইয়াস্‌তা''যিনু ফারীক্ব ম্ মিন্‌হুমু ন্নাবিয়্যা ইয়াকূলূনা ইন্না
এখানে তোমাদের স্থান নেই, সুতরাং তোমরা ফিরে যাও, আর তাদের মধ্যে অন্য দল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল যে,

بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ

বুইয়ূতানা- 'আওরহ্; অমা-হিয়া বি'আওরতিন্ ইঁইয়ুরীদূনা ইল্লা-ফির-র- । ১৪ । অলাও দুখিলাত্ 'আলাইহিম্ মো'আ-১০
আমাদের গৃহ অরক্ষিত রয়েছে, অথচ তা অরক্ষিত ছিল না, মূলতঃ পলায়নই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। (১৪) শত্রু বিভিন্ন দিক হতে

مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا

মিন্ আক্ব ত্বোয়া-রিহা-ছুম্মা সুয়িলুল্ ফিত্‌নাতা লাআ-তাওহা-অমা- তালাব্বাছূ বিহা ~ইল্লা-ইয়াসীর- । ১৫ । অলাক্বদ্ কা-নূ
এসে বিদ্রোহে যদি প্ররোচিত করত, তবে তারা তা করত, সে গৃহসমূহে এরা অল্পক্ষণও অবস্থান করত না। (১৫) অথচ পূর্বেই তারা

عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَّنْ

'আহাদু ল্লা-হা মিন্ ক্বব্লু লা-ইয়ু ওয়াল্লূনাল্ আদ্বা-র্; অ কা-না 'আহ্দুল্লা-হি মাস্য়ূলা-। ১৬। ক্বুল্ লাই

আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ ছিল, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।(১৬) আপনি বলুন,

يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

ইয়্যান্ ফা'আকুমুল্ ফির-রু ইন্ ফাররত্তুম্ মিনাল্ মাওতি আওয়িল্ ক্বত্লি অইযাল্ লা-তুমাত্তা'ঊনা ইল্লা-ক্বলীলা-।

মৃত্যু বা হত্যা হতে যদি তোমরা পলায়ন করতে চাও, তবে তোমাদের কোন লাভ হবে না, তখন তোমাদের সামান্যই করতে দেয়া হবে।

﴿١٧﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ

১৭। ক্বুল্ মান্ যাল্লাযী ইয়া'ছিমুকুম্ মিনাল্লা-হি ইন্ আর-দা বিকুম্ সূ — য়ান্ আও আর-দা বিকুম্ রহ্মাহ্;

(১৭) আপনি বলুন, সে কে যে বাধ সাধতে পারে? আল্লাহ যদি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান বা কল্যাণ করতে চান, তবে

وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٨﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ

অলা-ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি অলিয়্যাঁও অলা-নাছীর-। ১৮। ক্বদ্ ইয়া'লামু ল্লা-হুল্ মু'আওঁওয়িক্বীনা

আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কোন বন্ধুও পাবে না ও কোন সাহায্যকারীও পাবে না।(১৮) আল্লাহ চেনেন তোমাদের মধ্যে হতে সে সব

مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

মিন্কুম্ অল্ক্ব — য়িলীনা লিইখ্ওয়া-নিহিম্ হালুম্মা ইলাইনা-অলা- ইয়া''তূনাল্ বা''সা ইল্লা- ক্বলীলা-।

লোকদেরকে যারা বাধাদানকারী ও যারা আপন ভাইদের বলে, আমাদের কাছে আগমন কর, আর তারা খুব কমই যুদ্ধে যোগদান করবে।

﴿١٩﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ

১৯। আশিহ্হাতান্ 'আলাইকুম্ ফাইযা-জ্বা — য়াল্ খাওফু রয়াইতাহুম্ ইয়ান্জুরূনা ইলাইকা তাদূরু আ'ইয়ূনুহুম্

(১৯) তোমাদের ব্যাপারে কৃপণ; আর যখন তাদের উপর বিপদ আসে তখন আপনি তাদের দেখবেন, তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মত

كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

কাল্লাযী ইয়ুগ্শা- 'আলাইহি মিনাল্ মাওতি ফা ইযা-যাহাবাল্ খওফু সালাক্বূকুম্ বিআল্সিনাতিন্ হিদা-দিন্

ভয়ে চোখ উল্টিয়ে আপনার দিকে তাকায়; অতঃপর যখন সে বিপদ চলে যায়, তখন সম্পদের লোভে তোমাদেরকে তীব্র

اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ

আশিহ্হাতান্ 'আলাল্ খইর্; উলা — য়িকা লাম্ ইয়ু''মিনূ ফাআহ্বাত্বোয়াল্লা-হু আ'মা-লাহুম্; অকা-না যা-লিকা

ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে। তারা ঈমান আনে নি আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে রেখেছেন। এটা আল্লাহর কাছে

শানেনুযূল-১৮ ঃ জনৈক ছাহাবী একদা সেনা নিবাস থেকে বেরিয়ে নগরে গেলেন, তখন তাঁর ভাইকে দেখলেন, সে বিভিন্ন বিলাস ব্যাসন সরঞ্জাম এবং শরাব-কবাব আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, পানাহারের কোন অবকাশ নেই। আর তুমি এখানে আমোদ প্রমোদে মত্ত? সে বলল, তুমিও এখানে বসে পড়। মুহাম্মদ (ছঃ) এর তো আজীবনই যুদ্ধ হতে নিস্কৃতি নেই। তুমি দেখে শুনে কেন এ বিপদে নিপতিত হবে? ভায়ের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন এ ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতির পূর্বেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। ব্যাখ্যা ঃ কতিপয় মুনাফিক যুদ্ধে

عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর- । ২০ । ইয়াহ্সাবূ নাল্ আহ্যা-বা লাম্ ইয়াযহাবূ অইঁ ইয়া''তিল্ আহ্যা-বু ইয়াঅদ্দূ

খুবই সহজ। (২০) তাদের ধারণা-সম্মিলিত সৈন্যরা এখনও চলে যায় নি, সৈন্যদল পুনরায় যদি আসে, তবে এরাই চাইবে যে,

لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا

লাও আন্নাহুম্ বা-দূনা ফিল্ আ'র-বি ইয়াস্য়ালূনা 'আন্ আম্বা — য়িকুম্; অলাও কা-নূ ফীকুম্ মা-ক্বা-তালূ ~

কত ভাল হত যদি তারা গ্রাম্য লোকদের মাঝে চলে গিয়ে তোমাদের সংবাদ নেয়, তারা তোমাদের সঙ্গে থাকলেও অল্পই

ع ১২ ১৮ রুকু

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ

ইল্লা- ক্বলীলা- । ২১ । লাক্বদ্ কা-না লাকুম্ ফী রসূলিল্লা-হি উস্ওয়াতুন্ হাসানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ার্জুল্লা-হা

যুদ্ধ করত। (২১) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে, যারা আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে তাদের

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا

অল্ইয়াওমাল্ আ-খির অযাকারল্লা-হা কাছীর- । ২২ । অলাম্মা- রয়াল্ মু''মিনূনাল্ আহ্যা-বা ক্বা-লূ হাযা-মা-

জন্য আছে উত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহর মধ্যে। (২২) আর যখন ঈমানদাররা ঐ সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেল, তখন বলল,

وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۞

অ 'আদানাল্লা-হু অরসূলুহূ অছদাক্বাল্লা-হু অ রসূলুহূ অমা-যা-দাহুম্ ইল্লা ~ ঈমা-নাঁও অতাস্লীমা- ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুত বিষয়, তাঁরা সত্যই বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি সাধিত হল।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴿٢٣﴾

২৩। মিনাল্ মু''মিনীনা রিজ্বা-লুন্ ছদাক্বূ মা- 'আ-হাদুল্লা-হা 'আলাইহি ফামিন্ হুম্ মান্ ক্বদোয়া- নাহ্বাহূ

(২৩) মু'মিনদের কতক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করেছে, কেউ শহীদ হয়েছে, কেউ অপেক্ষায় রয়েছে,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়ান্তাজিরু অমা-বাদ্দালূ তাব্দীলা- । ২৪ । লিইয়াজ্যিয়াল্লা-হুছ্ ছোয়া- দিক্বীনা বিছিদ্ক্বিহিম্

তারা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে নি। (২৪) যেন আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন, আর

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

অ ইয়ু'আয্যিবাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইন্ শা — য়া আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না গফূরার্ রহীমা।

মুনাফিকদেরকে তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করেন বা ক্ষমা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শরীক না হওয়ার জন্য বহু টালবাহনা করছিল। তাদের এসব কৃতকর্ম ছিল আল্লাহর পথে যুদ্ধ ব্যয় হতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণে। কিন্তু যখন কোন বিপদেপতিত হয় তখন তাদের উপর মূর্চ্ছতাই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং হে মুহাম্মদ (ছঃ)! তারা বিস্ফারিত নয়নে আপনার দিকে তাকায় যেন আপনাকেই আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই দাতা মনে করছে। কিন্তু বিপদ যখন কেটে যায় তখন ভাল কাজে শরীক হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বাকচতুর হয়ে যায়। আল্লাহ্পাক এরূপ লোকের আমলসমূহ নস্যাৎ করেছেন, তারা বড়ই বে-ঈমান।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩ঃ হযরত আনাস ইবনে নযর ঘটনাক্রমে বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। তাই তিনি ব্যথিত হয়ে পরবর্তী কোন যুদ্ধ আসলে তাতে শরীক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে ওহুদ যুদ্ধের সময় তিনি শরীক হয়ে এমন বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۭ وَكَانَ

২৫। অ রদ্দাল্ লাহুল্ লাযীনা কাফারূ বি গইজিহিম্ লাম্ ইয়ানা-লূ খইর-; অ কাফাল্লা- হুল্ মু''মিনীনাল্ ক্বিতা-ল্; অ কা-না

(২৫) আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিলেন, যুদ্ধে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হলেন, আর যুদ্ধে

اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

ল্লা-হু ক্বওয়িয়্যান্ 'আযীযা-। ২৬। অ আন্যালাল্লাযীনা জোয়াহারূহুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি মিন্ ছোয়াইয়া-ছীহিম্

আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরম পরাক্রমশালী।(২৬) যে কিতাবীরা তাদেরকে সাহায্য করেছে ঐ কিতাবীদেরকে তিনি দুর্গ হতে

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ

অ ক্বযাফা ফী ক্বুলূ বিহিমুর্ রু'বা-ফারীক্বন্ তাক্বতুলূনা অ তা''সিরূনা ফারীক্বা-। ২৭। অ আওরছাকুম্ আর্দ্বোয়াহুম্

নামালেন, এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকালেন, কতককে হত্যা করলেন কতককে করলেন বন্দী।(২৭) আর তিনি তোমাদেরকে

وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ

অ দিয়া-রহুম্ অআমওয়া-লাহুম্ অ আর্দ্বোয়াল্লাম্ তাত্বোয়ায়ূহা-; অকা-না ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর-। ২৮। ইয়া ~ আইয়্যুহান নাবিয়্যু

তাদের ভূমি, বাড়ি, সম্পদ এখনও পদানত করেনি এমন ভূমির মালিক বানালেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২৮) হে নবী!

قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ

ক্বুল্ লিআয্ওয়া-জ্বিক্ব ইন্ কুন্তুন্না তুরিদ্নাল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্ইয়া-অযীনাতাহা-ফাতা'আ-লাইনা উমাত্তি'কুন্না অ

আপনি আপনার পত্নীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও সুখ কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদেরকে

اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ

উসার্রিহ্কুন্না সারা-হান্ জ্বামীলা-। ২৯। অ ইন্ কুন্তুন্না তুরিদ্নাল্লা-হা অ রাসূলাহূ অদ্দা-রল্ আ-খিরতা ফাইন্নাল

ভোগ সামগ্রী প্রদান করে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে পেতে

اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ يٰنِسَاۗءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ

লা-হা আ'আদ্দা লিল্ মুহ্সিনা-তি মিন্কুন্না আজ্ব্রান্ 'আজীমা-। ৩০। ইয়া-নিসা — য়ান্ নাবিয়্যি মাইঁ ইয়্যা''তি মিন্কুন্না

চাও, তবে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবীর পত্নীরা! তোমাদের মধ্য

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

বিফা-হিশাতিম্ মুবায়্যিনাতিঁই ইয়ুদ্বোয়া-'আফ্ লাহাল্ 'আযা-বু দ্বি'ফাইন্; অ কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর-।

থেকে যদি কেউ স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে, এটি আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন। তাঁর দেহে আশিটির উর্দ্ধে তীর বল্লম ও তরবারীর আঘাত ছিল। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২৪ঃ আল্লাহ তা'আলা আরও বলছেন যে, এই সত্যপরায়ণ শহীদ ও গাজীদেরকে আমি অবশ্যই তাদের সত্যতা ও আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত প্রতিদান দেব এবং কপট-বিশ্বাসীরা তাদের কপটতার জন্য অবশ্যই যথপোযুক্ত আযাব ভোগ করবে। মদীনা আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদল মুসলমানদের ধ্বংস অথবা অনিষ্ট সাধনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে যেরূপ ক্রোধ ও বিরক্তির সাথে প্রত্যাগমন করেছিল তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে আমার সাহায্যই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট। শত্রুদের শক্তি, সংখ্যা ও পরাক্রম দেখে তাদের ভীত অথবা বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নেই।